27-9-41
ইন্দ্র মুভিটোনের

সংগঠনকার

প্রযোজক : **হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়**

পরিচালক ও চিত্র-নাট্যকার : **হরি ভঞ্জ**

কথা ও গান : **হেমেন্দ্রকুমার রায়**

সঙ্গীত পরিচালনা :
হিমাংশু দত্ত সুর-সাগর

নৃত্য-পরিকল্পনা :
তারক বাগচী ও হুলু ঘোষ

রসায়নাগার অধ্যক্ষ :
ধীরেন দাসগুপ্ত

ব্যবস্থাপনা :
অভয় চট্টোপাধ্যায়

শব্দ-যন্ত্রী :
গৌর দাস

দৃশ্য-সজ্জা :
গোলাম নব্বী

চিত্র-সম্পাদক :
সামসুদ্দীন

রূপ-সজ্জা :
প্রভাশঙ্কর

স্থিরচিত্র-শিল্পী :
গোপাল চক্রবর্ত্তী

চিত্র-শিল্পী :
অজয় কর

প্রচার-শিল্পী :
অজিত সেন

কারু-শিল্পী :
পাঁচুগোপাল দে

—সহকারী—

পরিচালনায় :
কমল চক্রবর্ত্তী

শব্দ-যন্ত্রে :
সত্যেন ঘোষ

আলোক-চিত্রে :
দশরথ

রূপ-সজ্জায় :
বসীর আহম্মদ

রসায়নাগারে :
মথুরা ভট্টাচার্য্য
দীনবন্ধু চ্যাটার্জ্জী
শম্ভু সাহা ও মজু

ইন্দ্র মুভিটোন ষ্টুডিও, টালীগঞ্জ

মুক্তিদাতা : **রায় সাহেব চন্দনমল ইন্দ্রকুমার**

৩নং সিনাগগ্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন—বড়বাজার, ৪৯৭

শিল্পী পরিচয়

শ্রীকৃষ্ণ	...	...	সুশীল রায়
শ্রীরাধা	...	...	শ্রীমতী মলিনা
আয়ান	...	...	জহর গাঙ্গুলী
কুটিলা	...	...	শ্রীমতী রাণীবালা
জটিলা	...	...	উষাবতী (পটল)
নন্দ	...	...	তুলসী চক্রবর্ত্তী
যশোদা	...	...	শ্রীমতী নিভাননী
ধরিত্রী	...	...	শ্রীমতী হরিমতী (রেডিও)
ব্রহ্মা	...	...	প্রফুল্ল দাস
ইন্দ্র	...	...	ধীরেন পাত্র
চন্দ্র	...	...	মণি চট্টোপাধ্যায়
অগ্নি	...	...	হুলু ঘোষ
সুবল	...	...	জীবেন বসু
সুদাম	...	...	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীদাম	...	...	শিবসাধন বন্দ্যোপাধ্যায়
বসুদাম	...	...	হিমাংশু মুখোপাধ্যায়
দাম	...	...	শিবেন পাল চৌধুরী
চন্দ্রাবলী	...	...	শ্রীমতী জ্যোতিঃ
বৃন্দা	...	...	শ্রীমতী ছায়া
ললিতা	...	...	অপর্ণা দাস
বিশাখা	...	...	সন্ধ্যারাণী
অনুরাধা	...	...	বাদলরাণী
গোবর্দ্ধন	...	...	অহী সান্যাল
দেবল	...	...	কুমার মিত্র
দিবোদাস	...	...	ষষ্ঠী মুখোপাধ্যায়
দিগম্বর	...	...	তারক বাগ্‌চী
দ্বিজদাস	...	...	কালী ঘোষ

পূর্ব্ব জন্মের তপস্যার ফলে আয়ান ঘোষ মা লক্ষ্মীকে পেল' স্ত্রীরূপে। মর্ত্তে লক্ষ্মীর নাম হ'ল রাধিকা। লক্ষ্মী মর্ত্তবাসিনী—তখন নারায়ণও সেখানে না এসে থাকতে পারলেন না। তিনিও জন্মগ্রহণ করলেন—শ্রীকৃষ্ণ রূপে, নন্দালয়ে।

* * * * *

পৃথিবীতে এসে রাধা কিন্তু ভুলে গেলেন আত্মস্বরূপ; তাই তিনি প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে চোখের সামনে দেখেও চিনতে পারলেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে দেখালেন গোলকের সিংহাসনে যুগ্মরূপে লক্ষ্মীনারায়ণ। সেই মুহূর্ত্তে রাধার মনে পড়ল তিনি কে!

* * * * *

পৃথিবীতে সুরু হ'ল শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা। শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যহ সুবল, সুদাম সখাদের সাথে মাঠে গরু চরাতে যান; এদিকে রাধাও রোজ আসেন যমুনার ঘাটে জল নিতে, সাথে থাকে তাঁর সখীরা বৃন্দা, ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি। আবার কোন কোন দিন সঙ্গে থাকে তাঁর ননদিনী কুটিলা। যমুনা থেকে ফেরবার পথে শ্রীরাধা দেখেন শ্রীকৃষ্ণ কদমতলায় বাঁশী বাজাচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণও দেখেন রাধা জল নিয়ে যাচ্ছেন। এমনি ভাবে দু'জনেরই দিন চলে।

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে একদিন না দেখতে পেলে সেদিন আর তাঁর কিছুই ভাল লাগেনা। শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধাকে দেখতে না পেলে থাকতে পারেন না—অথচ পরস্পরের প্রকাশ্যভাবে দেখা হওয়া বা কথা কওয়ায় বাধা অনেক।

রাই বাঘিনী ননদিনী কুটিলা দাঁড়িয়েছে দু'জনার মিলনের বাধা হয়ে। কুটিলা একদিন তার দাদা আয়ানকে রাধার গুণ-কীর্ত্তি সব শুনিয়ে দিল। আয়ান কিন্তু কুটিলার কোন কথাই বিশ্বাস ক'রল না—কারণ রাধা ছিল তার কাছে ভক্তিমতী স্ত্রী। কুটিলার মুখে রাধার কুৎসা ও নিন্দায় যখন আয়ানের কান ভরে গেল তখন সে রাধাকে বাড়ীর বাইরে যেতে নিষেধ করে দিল।

জটিলা কুটিলা মনে মনে ভাবল' রাধা এবার জব্দ হ'ল। কিন্তু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যার সহায় তাকে জব্দ করে কে? দিন চলে যায়। রাধার দেখা আর মেলেনা। শ্রীকৃষ্ণ বিরহ-যাতনায় অধীর হ'য়ে সাথীদের সাথে নিয়ে বাজীকরবেশে আয়ানের গৃহে হ'লেন হাজির। সেখানে বাজী দেখাতে দেখাতে শ্রীকৃষ্ণ দেখতে পেলেন রাধা শ্যামরূপ দেখে ভাবাবেশে মুর্চ্ছিতা হয়ে পড়লেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এঁকে সুস্থ করবার ভার নিলেন।

রাধা শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যায় সুস্থ হয়ে উঠলেন। শ্রীকৃষ্ণ তা'দের জানিয়ে দিলেন যে—প্রতিদিনই রাধাকে যমুনায় স্নান করতে হবে—নচেৎ পুনরায় এ ব্যাধি আবার হ'তে পারে। সেদিন থেকে রাধা যমুনায় যাবার অনুমতি

পেলেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলা সুরু হ'ল। রাধা রোজই যায় যমুনায়। আবার কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের গোপন মিলন, গোপিনীদের নৃত্যগীত এবং আরও কত কি চলতে সুরু হ'ল।

একদিন রাত্রে রাধা চলেছেন অভিসারে কিন্তু তাঁর পিছু নিয়েছে কুটিলা। রাধাকে অনুসরণ করে কুটিলা এল কুঞ্জে এবং শ্রীকৃষ্ণকে সেখানে দেখতে পেল'।

রাগে কুটিলার সর্বদেহ জ্বলতে লাগল, তাই সে সেখানে আর থাকতে পারলনা ; ঘরে ফিরে এসে আয়ানকে ডেকে নিয়ে গেল রাধাকৃষ্ণের মিলন-মূর্ত্তি দেখাতে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তা'রা কুঞ্জে প্রবেশ করল' সেই মুহূর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ কালী মূর্ত্তি ধারণ করলেন এবং শ্রীরাধা তাঁর চরণ বন্দনা করতে লাগলেন।

জটিলা কুটিলা তা' দেখে আকাশ থেকে পড়ল—এ যে ভেল্কী বাজী। এইতো সে দেখে গেল কেষ্টা ছোঁড়াটাকে।

আয়ান শ্রীরাধাকে কালীর চরণ বন্দনা করতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলো, এবং জটিলা কুটিলাকে সাবধান করে দিলো যে—ভবিষ্যতে যেন তারা রাধার নামে তার কাছে কোন কথা আর না লাগায়।

আয়ান তাদের মুখ বন্ধ করলো বটে কিন্তু সারা গাঁয়ের লোকদের মুখ বন্ধ হ'ল না। গাঁয়ের অনেকেই দেখেছে গোপনে রাধাকৃষ্ণের মিলন। এদিকে রাধার দেখাদেখি তাদের ঘরের বৌ-ঝীরাও যে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে

পাগল হয়ে উঠেছে! সেইজন্য গাঁয়ের মোড়লরা রাধার নামে কলঙ্ক রটাতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ ক'রল না।

সমস্ত বৃন্দাবন যখন রাধার কুৎসায় ভরা—রাধার জীবন যখন অসহ্য হ'য়ে উঠেছে বাড়ীতে শাশুড়ীননদের লাঞ্ছনায় ও গঞ্জনায়—বাইরে প্রতিবেশীদের ব্যঙ্গ ও নিন্দায়, তখন হঠাৎ একদিন গাছ থেকে পড়ে শ্রীকৃষ্ণ হলেন মূর্চ্ছিত। কিছুতেই আর তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে না। নন্দ ও যশোদার ভাবনার সীমা নেই। তাঁদের একমাত্র নয়নের মণি এই গোপাল। তাঁরাতো কেঁদেই আকুল—কি হবে বাছার তাঁদের। রাজবৈদ্যও হাল ছেড়ে দিল, বৃন্দাবনবাসীরা খবর পেয়ে একে একে এসে জড় হ'তে লাগল,—নন্দের আলয়ে। কেউ এল সহানুভূতি দেখাতে, কেউ এল কৌতুক দেখতে। জটিলা ও কুটিলাও এল—ভাবলে কৃষ্ণ বুঝি এবার দেহ রাখবে। শ্রীরাধাও সখীদের নিয়ে এলেন বিষণ্ণ মুখে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে।

এমন সময় একজন বৈদ্য এল শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে এবং দেখে বললেন—ছিদ্রকলসীতে জল আনতে পারলেই সেই জল সিঞ্চনে গোপাল জ্ঞান ফিরে পেতে পারে। বৈদ্যের কথা শুনে অনেকেই তা'কে বিদ্রূপ ক'রতে লাগল'—

কিন্তু বৈদ্য তা'তে টলবার পাত্র নয়। তিনি বল্লেন নিশ্চয়ই কোন না কোনও সতী নারী ছিদ্র কলসী জল আনতে পারবেন।

বৈদ্যের কথা শুনে জটিলা কুটিলা আর থাকতে পারল' না। তারা ভাবলে জল এনে দেখা যে তারাই শ্রেষ্ঠা সতী। কিন্তু একে একে দুজনে অকৃতকার্য হল ও সঙ্গে সঙ্গে জনতার ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ হাসি বাড়তে লাগল।

তারপর বৈদ্য সকলকেই এক এক করে বললেন আনবার জন্যে। কিন্তু জটিলা কুটিলার অবস্থা দেখে কেউ জল আনতে সাহস করল' না। তখন নিরুপায় হ'য়ে বৈদ্য রাধাকে বললেন—"তুমি যাও, তুমিই পারবে" লজ্জায় ভয়ে রাধাতো কাঠ হয়ে গেলেন কিন্তু কি করবেন শেষ পর্য্যন্ত তিনি ধীরে ধীরে কলসী নিয়ে ঘাটে গেলেন কলসী জলে ডোবাতে যাবেন, এমন সময় তিনি কলসীর ভিতর দেখতে পেলেন শ্রীকৃষ্ণের হাসি মুখ। রাধার মন আনন্দে উথলা হয়ে উঠল'—নিশ্চিন্ত মনে রাধা কলসী ডুবিয়ে জল তুল্লেন কিন্তু একফোঁটা জলও কলসীর ছিদ্র দিয়ে পড়ল না। সকলে তো দেখে হতভম্ব হয়ে গেল—জটিলা কুটিলা তো অবাক্। তখন সকলের সামনে প্রমাণিত হল রাধাই শ্রেষ্ঠা সতী। সেই জলস্পর্শে গোপালের জ্ঞান ফিরে এল। তারপর আবার সুরু হ'ল রাধাকৃষ্ণের মিলন—গোপিনীদের মাতন—কুঞ্জে বইতে লাগল আনন্দের স্রোত .....

* * * * *

এদিকে অসুরের অত্যাচারে পৃথিবীর বক্ষ দীর্ণবিদীর্ণ হ'তে লাগল। ধরণীর কাতর ক্রন্দন পৌঁছোল শ্রীকৃষ্ণের কাণে। ধরিত্রীমাতার কাছে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গেলেন—ধরিত্রীমাতা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে কর্ত্তব্য পালনের জন্য তুমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছ, তা' তুমি ভুলে গিয়েছ! এখন আর ব্রজলীলা নিয়ে মত্ত থাকলে চলবেনা—শ্রীকৃষ্ণ তখন মনে মনে বুঝলেন, সত্যই ত' তিনি ব্রজলীলা নিয়ে মত্ত আছেন—তাঁর চমক ভাঙ্গল—তিনি দেখতে পেলেন, অক্রুর আসছে রথ নিয়ে—কংসের আলয়ে তাঁকে যেতে হবে।.....

শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতার কাছে বিদায় নিয়ে রথে উঠলেন—রথ ছুটল' মথুরার পথে। বৃন্দা এসে শ্রীরাধাকে জানালো শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। শ্রীরাধাতো আকাশ থেকে পড়লেন—যার' জন্যে তিনি সর্বস্ব ছেড়ে কলঙ্ককে করলেন অঙ্গের ভূষণ, সেই শ্রীকৃষ্ণ আজ চলে যাবেন তাঁকে ছেড়ে! এমন কি অপরাধ সে কোরেছে যে একবার শ্রীকৃষ্ণ দেখা করে কিছু বলে গেলেন না?

সর্বহারা উন্মাদিনীর মত শ্রীরাধা ছুটে চললেন রথ ধরবার জন্যে। কিন্তু রথ যে ছুটে চলেছে বিদ্যুৎবেগে—শ্রীরাধাও ছুটতে লাগল রথের পিছু পিছু প্রাণপণে। .....

বৃন্দাবনবাসীরাও বিরহ-বেদনায় অধীর হয়ে ছুটল শ্রীকৃষ্ণের রথের পিছু পিছু। শ্রীকৃষ্ণ তাদের সান্ত্বনা দেন; তিনি আবার ফিরে আসবেন—তারা শোনেনা তবুও—চলে.....

দেখতে দেখতে রথ আকাশের অনন্ত নীলিমায় ডুবে যায়। ধরণীর সারা দেহ যেন কেঁপে ওঠে...আর শ্রীরাধা...ছুটে চলেন...সামনে বাধা দিল তাঁকে আয়ান। তিনি তাঁর প্রকৃত স্বরূপ দেখিয়ে আয়ানকে করে দিলেন স্তম্ভিত। সঙ্গে সঙ্গে হলেন নিজেও মুচ্ছিতা।.....আকাশে শ্রীকৃষ্ণের রথের চাকা গেল ভেঙ্গে.....তিনি ফিরে এলেন রাধার পাশে.....।

তারপর.....?

(১)

ধরিত্রী :—

কাঁদে ত্রিভুবন, কোথা নারায়ণ, আর কত ঘুম ঘুমাবে হায়,
পৃথিবী যে মরু, নাই ছায়াতরু, রাহুর কালিমা চন্দ্রমায়!
যত কাঁদি তত হাসে অধর্ম্ম
দেবতা-বিরহে আতুর মর্ম্ম!
খুঁজিলে মানব, পাইযে দানব! দাবানল জলে শ্যামলতায়!
কোথায় শ্রীহরি, কৃষ্ণমুরারি,
তোমার লাগিয়া ধরণী ভূথারী,
না হয় জাগাও প্রলয়-পয়োধি রুদ্র-বীণার মূর্চ্ছনায়।

(২)

ধরিত্রী :—

প্রাণবাতায়নে দেখি নারায়ণে, মধুগীতায়নে পূজিতে চাই,
আমার এ বুকে দুখ-হারা সুখে মরণ-হারাণো জীবন পাই।
কোকিলের মুখে নবরূপকথা
বনে বনে দোলে শ্যামল বারতা,
যশোদার কোল ভরেছে গোপাল, মানুষকে ভালবেসেছি তাই।
আকাশে নীলিমা, বাতাসে সুরভি,
সোণার ঝরণা খুলে দেয় রবি,
স্বরগে-মরতে আজি কোলাকুলি, মানুষের জয়-গীতিকা গাই।

(৩)

রাধা :—

মধুবন আজি মধুহারা সখি, কোথা মোর বনমালী,
পলাশের বনে রঙের আগুনে হৃদয় জ্বলিছে খালি।
হে চিরকিশোর স্বামী!
আমি চির-অনুগামী;
গাঁথিয়াছি মালা দেবতাপূজার, কার পায়ে দিব ডালি?
তব নাম ডাকি ডাকি
উড়ে যায় আঁখি পাখী!
নয়ন-বরষা দিতে চায় দেখ জীবন-অশ্রু ঢালি।

(৪)

রাধা :—

তমাল-কাননে তমাল-শ্যামল সুন্দর বঁধু নাই,
প্রাণ-কদমের পাপড়ি শুকায় হৃদয়-কুঞ্জে তাই।
বুকের ঠাকুর-ঘরে
মন যে প্রণাম করে,
এসে দেখ সারা-জীবন-আসরে তোমার পূজার ঠাঁই।
মনে পড়ে বারবার,
আঁখি করে হাহাকার!
কেঁদে কেঁদে শুধু নূপুর-মধুর চরণ-কমল চাই।

(৫)

গোপিনীগণ :—

সাজে সুন্দরপাশে সুন্দরী !
চন্দ্রকিরণ-কুঙ্কুমে নাচে মানস-ভ্রমর গুঞ্জরি—
সুন্দর ! ওগো সুন্দরী !
সুরভি-সমীরে গান শুনে, ফাল্গুনে ছিন্থ কাল গুণে,
রাঙ্গা ফুলে ফুলে রূপ দুলে দুলে যৌবনে দিল গুণ করি,
সুন্দর ! ওগো সুন্দরী !
চিত্ত-ঝরণা ঝরো ঝরো, আনন্দে প্রাণ ভরো ভরো,
আসে মোহনিয়া ! সুখ জাগানিয়া ! জীবন-কুঞ্জ-মঞ্জুরী।
সুন্দর ! ওগো সুন্দরী !

(৬)

বিশাখা ও কুটিলা :—

কৈ কুটিলা, কোথায় কালা ?
এ যে করাল-বদন কালী, গলায় মড়ার মাথার মালা !
তোমার যত জারিজুরি, মন ভাঙাবার কারিকুরি,
সবই হ'ল ফক্কিকারী, বাড়ল খালি প্রাণের জ্বালা !
নইতো আমার চোখে ঠুলি, ভেলকীতে কি আমি ভুলি ?
ায়া-কালী দেখিয়ে তোরা দিবি কি মোর মুখে তালা ?
—যা, করিস্‌নে ঝালাপালা !

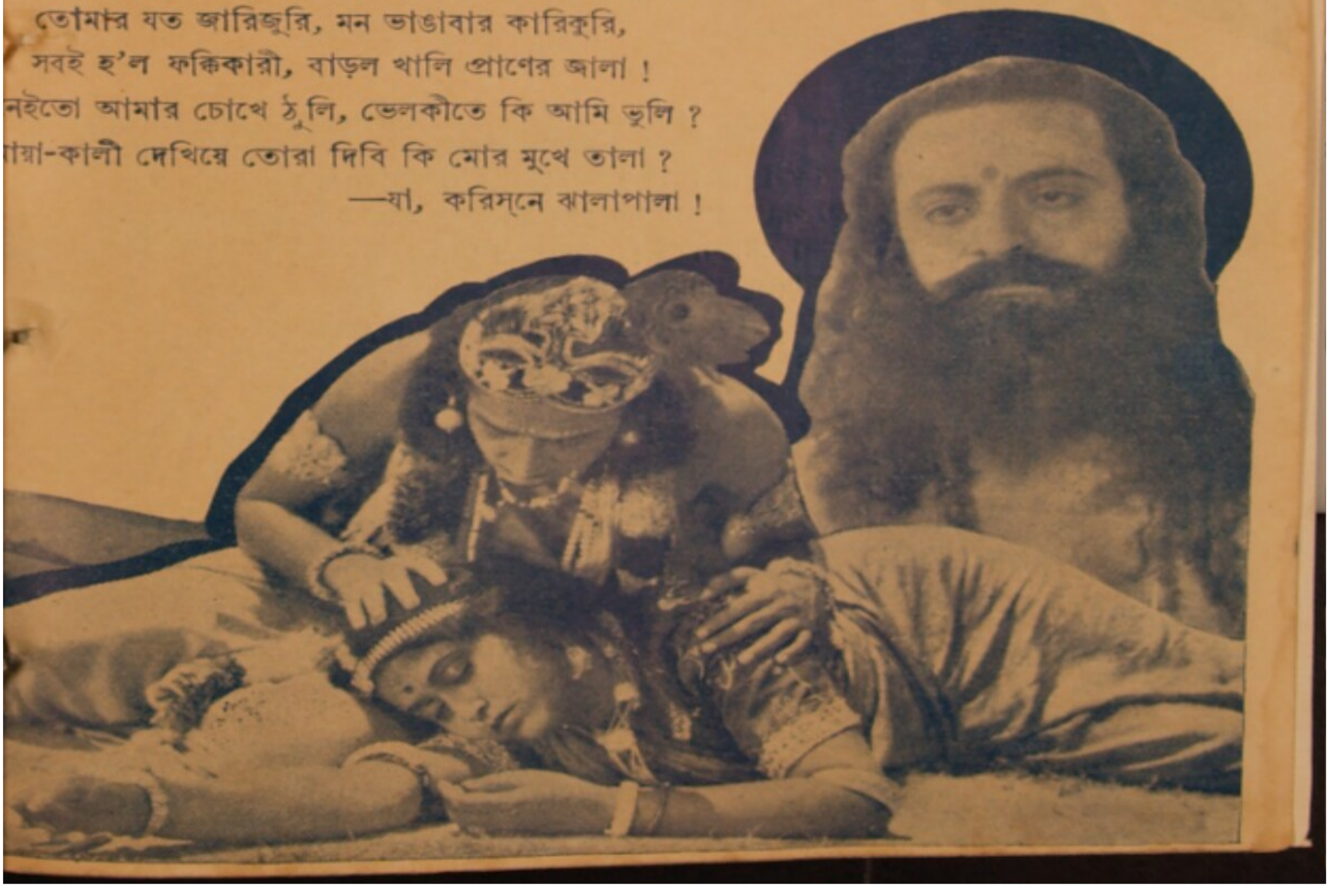

(৭)

বিশাখা ও কুটিলা :—

কুটিলে চলিলে কোথায় ? মিথ্যে হ'ল কুটিলতা !
(ও তোর) গরব গুমোর সব গেল যে, সার হ'ল হায় কাতরতা !
আ মোলো'রে ! হতভাগী !
জানিস্ আমি কত রাগী ?
ভজতে যদি চাও গো হরি, শিখবে এস কৃষ্ণকথা !
দেখ্‌বি নাকি ? ধরে ঝুঁটি,
কর্‌বো কেটে কুটি-কুটি ?
ছুটোছুটি কোরোনা আর, বাড়তে পারে বাতের ব্যথা ।

(৮)

রাধা :—

পথের পানে চেয়ে চেয়ে নিশি যে পোহায় ।
হায় সজনী ! আজ রজনী, মিছেই বুঝি যায় !
ঢুলে ঢুলে পড়ছে আঁখি,
ঘুমোতে চায় গানের পাখী,
পীতম হারা বাতাস কাঁদে ঝামর-চাঁদিমায় ।

(৯)

গোবর্দ্ধন মল্ল :—

কণ্ঠে আমার দাও পরিয়ে কৃষ্ণনামের মালা,
জপমালা পরলে পীতম্ জুড়ায় প্রাণের জ্বালা !
কৃষ্ণনামের মন্ত্র শিখে
তোমায় দেখি দিকে দিকে,
অন্তরের অন্ধকারও নামের গুণে আলা !

(১০)

মনোবনে জ্বলে মোর হু হু দাবানল !
পুড়ে গেল শ্যামলতা ফুল পরিমল !
নেই জীবনের বীথিকা
জাগে মরণের গীতিকা,
দেবতা ! খুঁজিছ কোথা লীলা তরুতল ?
মোর মরমের গোপনে
ঘোর আঁধারের স্বপনে
মিছেই খুঁজি প্রভু ! তব পদ-শতদল ।

ইন্দ্র মুভিটোনের
অপূর্ব্ব গৌরবোজ্জ্বল
সুবিরাট চলচ্চিত্র

ভীষ্ম

পরিচালনা :
জ্যোতিষ ব্যানার্জ্জী
নৃত্য পরিকল্পনা :
তারক বাগ্‌চী
ও
দুলু ঘোষ

ভার্গবের অতুলনীয় যুদ্ধ কাহিনী !
একদিকে ভীষ্ম—একদিকে ভার্গব—
একদিকে নারীর মর্য্যাদা—অন্যদিকে
আভিজাত্যের দম্ভ ! ন্যায়ের সঙ্গে
অন্যায়ের বিরোধ—ব্রাহ্মণের সঙ্গে
ক্ষাত্রতেজের সংঘাত !

এ চিত্রে—
অম্বা তুলেছে একটা ঝড়—
তার ধ্বংসলীলা দেখবে বলে ;
এনেছে একটা অগ্নি-প্রবাহ—
তার ভস্মরাশি দেখবে বলে !
—মৃত্যুর আহবে ভীষ্মের রক্তধারায়
স্নান করে সে উল্লাসে চিৎকার করে চেয়েছে
" ভীষ্মের নিধন "!

—ভূমিকায়—
চন্দ্রাবতী
শিশুবালা
মীরা দত্ত
জহর গাঙ্গুলী
সুশীল রায়
কার্ত্তিক রায়
মনোরমা
প্রহ্লাদ ব্যানার্জ্জী
সন্তোষ সিংহ
অনিতা বোস
অরুণা ঘোষ
আরতি দেবী
রেখা মিত্র
সন্ধ্যারাণী
প্রভৃতি

●

শীঘ্রই আসিতেছে !

●

ইন্দ্র মুভিটোনের প্রচার বিভাগ হইতে শ্রীঅজিত সেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।